সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

ইমামে আমলের তাকওয়া

(Bangla)

ইমামে আযমের তাকওয়া

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমাতুলল্লি আলামীন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, যখন কিয়ামতের দিন সে আসবে, তখন তার সাথে এমন একটি নূর থাকবে যদি তা সমস্ত সৃষ্টিকে বন্টন করে দেয়া হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৩৪১)

কলিল রুজি পে দো কানাআত, ফুযুল গোয়ী ছে দেদো নফরত,
দরূদ পড়তা রহো বাকছরত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

www.dawateislami.net

❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াজ্জম চলমান, এই মোবারক মাসে ২রা শাবান কোটি হানাফীদের মহান পেশওয়া ও ইমাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা নো'মান বিন ছাবিত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওরশ উদযাপন করা হয়েছে। হাজারো আশিকানে রাসূল তাঁর ভালবাসায় ইছালে সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আসুন! আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর তাকওয়া ও পরহেযগারী, ইবাদত, তিলাওয়াত ও **আল্লাহ্** ভীতি সম্পর্কে বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সর্বপ্রথম এমন এক ঘটনা শুনবো যেটার থেকে অনুমান করা যাবে আমাদের ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কি পরিমাণ মুত্তাকী ও **আল্লাহ্** ভীতি সম্পন্ন **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী ছিলেন। যেমন-

প্রথমে অন্তর পরিস্কার করে দিন!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর লিখিত রিসালা "অশ্রুর বারিধারা" এর ১৪ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কোন এক কর্জ গ্রহীতা অমুসলীমের কাছে কর্জ উছুল করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, হঠাৎ তার ঘরের পাশে আসতেই তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জুতা মোবারক কাঁদা লেগে যায়। কাঁদা পরিস্কার করার জন্য তিনি জুতা মোবারকগুলো ঝাড়লেন, এতে কিছু কাঁদা সেই অমুসলীমের ঘরের দেওয়ালে লেগে যায়। এটা দেখে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর উপর এমন ভাবে **আল্লাহ্** ভীতি প্রভাব বিস্তার করলো যে, তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে গেলেন। এখন কী করবো! দেওয়াল থেকে যদি কাঁদা পরিস্কার করি তবে দেওয়ালের মাটি উঠে যাবে। আর যদি পরিস্কার না করি তাহলে দেওয়াল অপরিস্কার থেকে যাবে। এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দরজায় করাঘাত করলেন। ঐ ব্যক্তি বাইরে এসে যখন ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে দেখলো, তখন সে মনে করলো, সম্ভবত ইমাম সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমার থেকে কর্জ উছুল করার জন্য এসেছেন।

www.dawateislami.net

তখন সে কর্জ পরিশোধ না করা ব্যাপারে বিভিন্ন আপত্তি পেশ করা শুরু করে দিলো। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঋণ চাওয়ার পরিবর্তে দেওয়ালে কাঁদা লাগার কথা বলে নম্রসূরে বিনয়ী ভাবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বললেন: আমাকে এটা বলুন যে, আপনার দেওয়ালটি কীভাবে পরিস্কার করবো? ঐ অমুসলীম ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বান্দার হকের ব্যাপারে অস্থিরতা এবং তাঁর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেলো, আর সে এভাবেই বললো: হে মুসলমানদের ইমাম! দেওয়ালের কাঁদা তো পরেও পরিস্কার করা যাবে, প্রথমে আমার হৃদযের কাঁদা পরিস্কার করে আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। অতঃপর ঐ অমুসলীম ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তাকওয়া দেখে মুসলমান হয়ে গেলো। (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

জু বে-মিছাল আপকা হে তাকওয়া, তু বে-মিছাল আপকা হে ফাতওয়া।
হে ইলম ও তাকওয়া কে আপ ছনগম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্যকে কষ্ট দেওয়া

হে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি ভালবাসার দাবিদার আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বান্দার হকের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলাকে** কি পরিমাণ ভয় করেছেন। এই ঘটনা থেকে ঐসব লোকদের শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে। ঘরের দেওয়াল সমূহ এবং সিড়িতে পানের পিক ফেলে নোংরা করে থাকে। প্রতিবেশীদের ঘরের সামনে ময়লা ফেলে, অন্যের গাড়ি, দোকান, দেওয়াল এবং ঘরের দরজায় অনুমতি ছাড়া ইস্টিকার ও পোষ্টার লাগিয়ে দেয়। বরং সুযোগ পেলে সেখানে লিখে মুসলমানদের মনে কষ্ট এবং বান্দার হক নষ্ট করার পাশাপাশি পবিত্র লিখার প্রতি বেআদবীর কারণ হয়। স্মরণ রাখবেন! এখানে দুনিয়ার মধ্যে যার হক নষ্ট করা হয়েছে, যদি তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া না হয়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ হকদারকে নিজের নেকী সমূহ দিয়ে দিতে হবে।

www.dawateislami.net

যদি এই ভাবেও হক আদায় না হয়, তবে তার গুনাহের বোঝা উঠাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- যে শরয়ী অনুমতী ছাড়া কাউকে ধমক দিয়েছে, যেকোন ভাবে ভয় দেখিয়ে থাকে, মনে কষ্ট দিয়েছে, কাউকে মেরেছে, কারো টাকা আত্মসাৎ করেছে, পোষ্টার বা লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে কারো দেওয়াল নষ্ট করেছে, কারো দোকান বা ঘরের সামনের জায়গা ঘিরে ফেলে তার জন্য অন্যায়ভাবে দুশ্চিন্তার মাধ্যম হয়েছে, কারো মোটর সাইকেল বা কার ইত্যাদিকে নিজের গাড়ি দিয়ে ক্ষতি করে রাস্তা থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও নিজের চাটুকারিতা বা ভয় দেখিয়ে তাকে অপরাধী বানিয়ে তার হক নষ্ট করা। মোটকথা মানুষের হক নষ্টকারী যদিও সে দুনিয়ার মধ্যে নামায পড়ে, হজ্ব ও ওমরা আদায়কারী হয়, বেশি বেশি দান সদকার অভ্যস্থ হয়, বড় বড় নেকীর করে। কিন্তু যখন সে হাশরের ময়দানে আসবে তখন তার সমস্ত নেকী সমূহ ঐ লোকটি নিয়ে যাবে। যার সে হক নষ্ট করেছে বা শরয়ী অনুমতী ছাড়া কারো মনোকষ্টের কারণ হয়েছে। আর এই ভাবাই অন্যের হক নষ্ট করার কারণে হাজ্বী, নামাযী, রোযাদার এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী হওযা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আহ! মিজাঁ পর কড়া হো শফিয়ে মাহশর করম,
নেকীয়া পাল্লে নেহী হে বস গুনাহো কা হে ডের।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গায়েবী হিদায়াত

এমন ব্যক্তি যারা বান্দার হকের ব্যাপারে একেবারেই পরওয়া করে না, তাদের ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এ ঘটনা থেকে উপদেশের মাদানী ফুল অর্জন করা উচিৎ। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মিসয়ার বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমরা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, অসাবধানতাবশতঃ ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পা মোবারক এক ছেলের পায়ের উপর পড়লো, ছেলেটি চিৎকার দিয়ে উঠলো,

www.dawateislami.net

আর তার মুখ থেকে হঠাৎ এই বাক্যটি বের হলো: يَا شَيْخ! اَلَا تَخَافُ الْقِصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! জনাব! আপনি কি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে নেওয়া প্রতিশোধকে ভয় করেন না? এটা শুনতেই ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কম্পন শুরু হয়ে গেলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর যখন হুশ ফিরে আসলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা মিসয়ার বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: একটা ছেলের কথাই আপনি এই পরিমাণ ভীত হয়ে গেলেন কেন? বললেন: কে জানে তার আওয়াজটি গায়েবী হিদায়াত হতে পারে।

(আল মানকিব লিল মুওয়াফ্ফীক, আর জুযউস সানি, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা শুনে এটা ধারণা করা যাবে না যে, ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ ছেলেটির পা পদদলিত করেছেন। অসাবধানতাবশতঃ সংগঠিত হওয়া কাজেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্** ভীতির কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন। আর আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে জানি না প্রতিদিন কতজনকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিয়ে থাকি। কখনো তাকে ধমক দিই বা তাকে অপমানিত করি, তার গীবত করে ফেলি বা অপবাদ দিই। তাকে মার দিই, আক্রমণ করি, মোটকথা অন্যকে কষ্ট প্রদানকারীরা একটু চিন্তা করুন! যদি কিয়ামতের দিন এই জিনিসগুলোর হিসাব দিতে হয়, তখন কি অবস্থা হবে। এখানে এই দুনিয়ার মধ্যে কাউকে কষ্ট দেওয়া খুবই সহজ মনে হয়, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টির চিত্রটা আখিরাতে অনেক ভারী হয়ে যাবে। এই ধরণের লোক কঠিন আযাবের শিকার হবে। বর্ণিত রয়েছে; জাহান্নামে তাদের উপর এমন চুলকানী সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, তারা এমন ভাবে চুলকাবে যে, তাদের মাংস সহ উঠে আসবে, আর শুধুমাত্র হাড্ডি থেকে যাবে। ঐ সময় ডাক দেওয়া হবে: হে অমুক! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? সে বলবে: হ্যাঁ! তখন বলা হবে: এটা ঐ কষ্টের ফল, যা তুমি মু'মিনদেরকে দিতে।

(আত-তারগীব, ওয়াত-তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৪৯)

হুকুকুল ইবাদ! আহ! হোগা মেরা কিয়া! করম মুঝ পে করদে করম ইয়া ইলাহী!
বড়ি কোশিশে কি গুনাহ ছুড়নেকি, রহে আহ! না কাম হাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে সাচ্ছি তাওবা কি তাওফিক দে দে, পায়ে তাজেদারে হারম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও শারীরিক গঠন মোবারক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কূফায় অবস্থানকারী ছিলেন, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নাম "নো'মান", পিতার নাম "ছাবিত" এবং তাঁর উপনাম "আবু হানিফা" আর উপাধী "ইমামে আযম"। তিনি ৮০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০ বছর বয়স পেয়ে ২রা শাবানুল মুয়াজ্জম ১৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (তারীখে বাগদাদ, ১৩তম খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা। নুজহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা) আর আজো বাগদাদ শরীফের কবরস্থান খিযরানে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। লোকেরা তাঁর যিয়ারত করে এবং ফয়েয পায়। (তারীখে বাগদাদ, ১৩তম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

হে নাম নো'মান ইবনে ছাবিত, আবু হানিফা হে উনকি কুনিয়্যাত,
পুকারতা হে ইয়ে কেহ কে আলম, ইমামে আযম আবু হানিফা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় ইবাদত পরায়ন **আল্লাহ্ তাআলার** মা'রিফাত এবং তাঁর ভয় পোষণকারী ছিলেন। নিজের ইলম দ্বারা সব সময় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতেন।

আল্লাহ্‌র ওলীর ভবিষ্যত বাণী:

ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবসা করতেন, একদিন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাথে ইমাম শা'বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি কাজ করেন? ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জবাব দিলেন: আমি বাজারের মধ্যে ব্যবসা করি। ইমাম শা'বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আপনি বাজারের মধ্যে কেন ব্যস্ত রয়েছেন? ওলামাগণের দিকে মনোনিবেশ করুন। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি আরয করলাম; ওলামাগণের কাছে খুব কমই যাই।

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আপনি ইলমে দ্বীন থেকে উদাসীন হয়ে যাবেন না, বরং আপনার জন্য তো আবশ্যক ইলম ও ওলামাদের মজলিশে অংশগ্রহণ করা। আমি আপনার মধ্যে ইলমে দ্বীনের বুঝশক্তি ও এর বিচক্ষণতা দেখতে পাচ্ছি। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমাম শা'বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই কথা আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেলো, আর আমি বাজারে বসা ছেড়ে দিলাম এবং ইলমে দ্বীনের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এর অনেক উপকার দান করেছেন। **(আল মানাকিব লিল মওফিক, আল জুযউল আউয়াল, ৫৯ পৃষ্ঠা)** বর্ণিত রয়েছে; বয়সের শেষ দিকে হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কেউ প্রশ্ন করলো যে, আপনি এত উঁচু স্তরে কিভাবে পৌঁছেছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "আমি আমার জ্ঞান দ্বারা অন্যের উপকার করতে কখনো কৃপণতা করিনি। আর যেটা আমি জানতাম না তা অন্যের কাছ থেকে উপকার পেতে কখনো লজ্জা অনুভব করতাম না।" **(আদ দুররুল মুখতার, আল মুকাদ্দমা, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)**

যামানা ভর নে যামানা ভর মে বহত তাজাস্সুস কিয়া ও লেকিন
মিলা না কুয়ি ইমাম তুম ছা, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(দীওয়ানে ছালেক, রসায়েলে নঈমীয়া থেকে, ৩৫ পৃষ্ঠা)

মাদানী তারবিয়্যত গাহের প্রতিষ্ঠা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই কথায় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের উপকার করা খুবই উত্তম কাজ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে মর্যাদা উঁচু হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অধিকাংশই ইলমে দ্বীন থেকে অনেক দূরে। কিছু সংখ্যক লোক যারা ফরয জ্ঞান থেকেও অলস দেখা যায়। এমনি ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইলমে দ্বীন শিখতে এবং নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করতে অনেক সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক দেশ ও শহরে মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনা"র মধ্যে মাদানী তরবিয়্যতগাহ্ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেখানে দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলামী ভাইয়েরা অবস্থান করেন এবং

www.dawateislami.net

আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের মধ্যে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী ও নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে নেকীর দাওয়াতে সাড়াজাগায়। মাদানী তরবিয়্যতগাহের মধ্যে সব সময় ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকেন এবং শিখা ও শিখানোর আমল অব্যাহত থাকে। এই জন্য আপনাদের কাছে যতটুকুই সময় রয়েছে তা অহেতুক নষ্ট না করে মাদানী তরবিয়্যতগাহের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্বীন শিখে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য অতিবাহিত করুন। এমনি ভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ পাকিস্তানের এই শহর সমূহ "বাবুল মদীনা করাচী" মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, সর্দারাবাদ, ফয়সালাবাদ, গুজরাট, রাওয়ালপিন্ডি, গুলজারে তৈয়্যবা ছার গুদাহ্ এর মধ্যে ইসলামী বোনদেরও মাদানী তরবিয়্যতগাহ্ প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ইসলামী বোনেরা তাদের সুযোগ অনুসারে মাদানী তরবিয়্যতগাহে এসে ইলমে দ্বীন শিখা এবং শিখে অন্যকে শিখানোর চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাছী হো।

মেধা ও তাকওয়ায় অতুলনীয় ছিলেনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ খুবই তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি, উত্তম চিন্তা এবং সুন্দর মেধার অধিকারী ছিলেন। ছরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের মধ্যে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: সারা দুনিয়ায় কারো আকল (বুদ্ধি) ইমামে আযম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর মতো নয়। হযরত বকর বিন হুবাইশ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যদি ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর আকল (বুদ্ধি) এবং তাঁর সাময়ীক কালের লোকদের আকল (বুদ্ধি) একত্রিত করা হয়, তবে তাদের সবার সমন্বিত আকলের (বুদ্ধির) উপর তাঁর আকল বিজয়ী হবে। (আল খাইরাতুল হিসান, আলফসলুল ইসরুন, ২৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/১৪৮) যেমনিভাবে মেধা ও বিচক্ষণতার মধ্যে তাঁর رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কেউ দ্বিতীয় ছিলো না, তেমনিভাবে তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাকওয়া, পবিত্রতা, ইবাদত,

www.dawateislami.net

রিয়াযত এবং খোদাভীতির মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাধনা, তাকওয়া, ইবাদত ও রিয়াযতের স্বাক্ষ্য অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গানে দ্বীনরা দিয়েছেন। আসুন! এই প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামের কিছু বাণী শুনি:

(১) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি কূফা গেলাম এবং সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম: এখানে সবচেয়ে বড় পরহেযগার ও আবিদ কে? লোকেরা বললো: ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: আমি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চেয়ে অধিক মুত্তাকী কাউকে দেখিনি। তোমরা এরূপ ব্যক্তির প্রশংসা করার কী সামর্থ রাখো? যার সামনে অনেক সম্পদ পেশ করা হলো, কিন্তু তিনি ঐ সম্পদের কোন পরওয়াই করেননি। এইজন্য তাকে চাবুক মারা হয়েছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুখ দুঃখ উভয় অবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে অতিবাহিত করতেন এবং ঐ জিনিসকে কখনো গ্রহণ করতেন না, যার জন্য লোকেরা শত শত চেষ্টা ও তাল-বাহানা করে থাকে। (আল খাইরাতুর হিসান, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(২) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানীত শিক্ষক, হযরত সায়্যিদুনা মক্কী বিন ইব্রাহীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কূফাবাসী অনেক আলীমের সংস্পর্শ অবলম্বন করেছি, কাউকে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চেয়ে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার পায়নি। (আল খাইরাতুল হিসান, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক হাজার উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন করেছি, কিন্তু ইমাম সাহেবকে তাকওয়া ও মুখ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পেয়েছি। (আল খাইরাতুল হিসান, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের উপর নিজে আবশ্যক করে নিয়ে ছিলেন যে, যদি সত্য কথার উপরও শপথ করি তবে এক দিরহাম সদকা করবো। একবার শপথ করে ছিলেন, তখন এক দিরহাম সদকা করে দিলেন। এরপর এটা আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, আরেকবার যদি শপথ করি তবে এক দিনার সদকা করবো। যখননি শপথ করতেন এক দিনার সদকা করে দিতেন। (আল খাইরাতুল হিসান, ৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ফুজুল গোয়ি কি নিকলি আদত, হো দূর বে জা হাঁচি কি খাচলত,
দুরূদ পড়তা রহো মে হারদম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিঃশ্বাসের মালা ছিড়ে যায় তবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি পরিমাণ পূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন, নিজের মুখকে সীমাহীন সংরক্ষণ করতেন এবং সত্যিকার শপথ করার পরেও দীরহাম দীনার সদকা করে দিতেন। একদিকে তো তাঁর আলোকিত ও নূরানী কর্মকাণ্ড ছিলো, অন্যদিকে আমাদের গুনাহেভরা দূর্গন্ধ আঁচল। তিনি তাঁর মুখকে এমনি ভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, লোকদের কাছে অল্পভাষী ও অধিক নিরবতা অবলম্বণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ আমাদের অহেতুক বকবক এবং মুখ চালানোর দ্বারা অনেক লোক পেরেশান হয়ে যায়। তাঁর তাকওয়া ও **আল্লাহ্** ভীতির ব্যাপারে ঐ যুগ স্বাক্ষী ছিলো, আর আমাদের অবস্থা কেমন এটা আমরা ভালই জানি। গভীর চিন্তা করুন! কেন এরূপ হয়? এর কারণ এটা নয় তো যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! আমাদের অন্তর থেকে **আল্লাহ্**র ভয় বের হয়ে যাচ্ছে? অধিক গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে কালো দাগ তো পড়ে যায়নি? যদি বাস্তবিক এটা হয় তবে দুশ্চিন্তার বিষয় যে, কখনো আমাদের অন্তরের কঠোরতা এবং এর কারণে সৃষ্টি হওয়া অলসতা ও গুনাহের মধ্যে বেহুশী আমাদেরকে জাহান্নামের গর্তের মধ্যে ফেলে না দেয়। এইজন্য এর আগে যে, আমাদের নিঃশ্বাসের মালা ছিড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দুঃখ ও অনুতাপ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। আমরা আমাদের আখিরাতের কল্যাণের জন্য আমাদের অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় ও তাকওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

www.dawateislami.net

তাকওয়ার গুরুত্ব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! তাকওয়া ও পরহেযগারী আখিরাতের সফরের সফলতার জন্য অনেক গুরুত্ব বহন করে। পরকালের নাজাত অর্জন এই মহান নিয়ামত ছাড়া অনেক কঠিন। কেননা, ইবাদত পরায়নতা এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার বড় মাধ্যম হলো **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় ও তাকওয়া অবলম্বন করা।

তাকওয়ার পরিচিতি:

তাফসীরে কবীরের মধ্যে তাকওয়ার পরিচিতি এটা বর্ণিত রয়েছে যে, তুমি নিজের বাতিনকে **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য তেমনি ভাবে সজ্জিত করো, যেমনি ভাবে যাহির (প্রকাশ্য)কে সৃষ্টি জগতের জন্য সজ্জিত করো। এটাও বলা হয়েছে যে, মুত্তাকী সে, যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাস্তার উপর চলে, দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকে। নিজের নফসকে ইখলাস ও প্রতীজ্ঞা রক্ষার অভ্যস্থ বানায় এবং হারাম ও অবাধ্যতাপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকে। (তাফসীরে কবীর, আয়াত: ذلک الکتاب لاریب فیہ, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা সূফীয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: পরহেযগারদের মুত্তাকী এইজন্য বলা হয়, তারা এমন জিনিস থেকেও বেঁচে থাকে যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কঠিন। (তাফসীরে দুররে মনসূর, ১ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

কুরআনে পাক ও তাকওয়ার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রকৃত ভয় পোষণকরী। **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুম সমূহের উপর আমলকারী। **আল্লাহ্ তাআলার** হারমাকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থাকে। যেভাবে নিজ শরীর ও কাপড়কে সামান্য দাগ থেকে বাঁচায়। তেমনিভাবে নিজ বাতেনকে বাতেনী রোগ সমূহ এমনকি সন্দেহ যুক্ত জিনিস থেকে ও বাঁচায়। এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রকৃত তাকওয়াবান বলা হবে। কুরআনে পাকের মধ্যে অনেক জায়গায় তাকওয়ার ফযীলত রয়েছে। অতঃপর ২৬ পারা সূরা হুযুরাত ১৩ নম্বর আয়াতে রয়েছে। অতঃপর ২৬ পারা সূরা হুযুরাত ১৩ নম্বর আয়তে ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানীত সেই যে, তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। (পারা- ২৬, সূরা- হুযুরাত, আয়াত- ১৩)

জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সম্মান ও ফযীলতের মানডন্ডটা ধন সম্পদের ও দুনিয়াবী খ্যাতি, পদ মর্যাদা কখনো নয়। বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র পছন্দনীয় লোক তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অবলম্বনকারী। মুত্তাকী লোকদের মর্যাদা বর্ণনা করে **আল্লাহ্ তাআলা** কুরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন:

(اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সেটার তত্ত্বাবধায়ক তো খোদা ভীরুরাই। (পারা- ৯, সূরা- আনফাল, আয়াত- ৩৪)) অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন কারীই **আল্লাহ্ তাআলা**র বন্ধু। নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আকাংখা হবে যে, তার যেনো **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে যায় আর কুরআনে পাকের মধ্যে তার বেলায়াত পাওয়ার পদ্ধতি তাকওয়া গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফ ও তাকওয়ার গুরুত্ব

আসুন! তাকওয়ার ফযীলত প্রসঙ্গে দুইটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনি:

- "তোমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন: এই কথার হকদার আমিই যে, আমাকে ভয় করবে। আর যে আমাকে ভয় করবে তার এটা আমার শান হলো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।" (দারেমী, কিতাবুর রিকাক, বাব ফি তাকওয়াল্লাহ, ২/৩৯২, হাদীস- ২৭২৪)
- "ইলমের ফযীলত ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে বড়। আর তোমাদের দ্বীনের সর্বোত্তম আমল হলো তাকওয়া (পরহেযগারীতা)।"

(তাবারানী আওসতি, মিন ইসমিহি আলা, ৩/৯২, হাদীস- ৩৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা গ্রহণ করার মধ্যে আমাদের দুনিয়া আখিরাতে উপকারীই রয়েছে উপকার আসুন! এই মহান নেয়ামত পাওয়ার কিছু পদ্ধতি আপনাদের শুনাচ্ছি।

www.dawateislami.net

তাকওয়া কী ভাবে অর্জন হবে?

(১) আমাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি সমূহ, তার আযাব ও জালাল তার শক্তি ও অমুখাপেক্ষীতা যেহেনের মধ্যে রাখা। আর নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং অভাবের কথা কখনো ভূলবেন না। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলাকে** মোখতার এবং শক্তি শালী মানে আর এটাও মনে করে যে, আমার গুনাহের কারনে কিয়ামতের দিন আমাকে তার শাস্তি পেতে হবে। তখন তার গুনাহ্ থেকে বাঁচাটা সহজ হবে। আর এইভাবে বান্দা তাকওয়ার গুনে গুনান্বিত হয়ে যাবে।

(২) তাকওয়া অর্জনের একটি পদ্ধতি এটাও যে, মানুষ অলস ও মন্দ লোকের সংস্পর্শের মধ্যে উঠা বসা ছেড়ে দেওয়া এবং পরহেযগার লোকের সঙ্গ অবলম্বন করা যাতে তার সংস্পর্শের প্রভাবে তার অন্তরে ও তাকওয়া ও পরহেযগারীতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

(৩) তাকওয়া অর্জনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী থেকে তাকওয়া ও পরহেযগারীর ঘটনাবলী পড়বে বা শুনতে থাকবে যাতে ঐ মোবরাক বুযুর্গদের ঘটনাবলী পড়বে বা শুনতে থাকবে যাতে ঐ মোবারক বুযুর্গদের ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করে আমরা তাদের পবিত্র গুনাবলী সমূহ নিজ ব্যক্তি সত্ত্বার প্রয়োগ করে সফল হতে পারি। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশীত ইহ্ইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৩৬৭, পৃষ্ঠা রয়েছে, মুত্তাকীন কি হিকায়াত, পড়ার দ্বারাও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাকওয়া অবলম্বনের মন মানষিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সমস্ত পদ্ধতি সমূহের উপর সহজেই আমল করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এটাই, আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকা সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মধ্যে ইজতিমাযী ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকুন। মাদানী চ্যানেলে বিশেষ করে মাদানী মুযাকারা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন।

www.dawateislami.net

প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, তবে এর বরকতে আমাদের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা জাগবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

দে হুসনে আখলাক কি দৌলত, করদে আতা ইখলাস কি নেয়মাতে,
মুঝ কো খাযানা দে তাকওয়া কা, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝুলী ভর দে!

(ওসায়িলে বখশিশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ছাগল কতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সম্পূর্ণ জীবন তাকওয়ার অবলম্বনে অতিবাহিত করেন। **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় তাঁর শিরা উপশিরায় ভর্তি ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকওয়ার ভিত্তিতে অনেক সন্দেহযুক্ত জিনিষ থেকেও বেঁচে থাকতেন, বর্ণিত রয়েছে; একবার কূফার কিছু ছাগল চুরী হয়ে গেলো তখন তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ছাগল সর্বোচ্চ কতদিন বেঁচে থাকে। লোকেরা বলল: সাত বছর, তখন তিনি সাত বছর যাবৎ ছাগলের মাংস খাননি। (কখনো যেনো চুরীকৃত ছাগলের মাংস আমার পেটে চলে না যায়) ঐ দিন সমূহে তিনি এক সৈনিককে দেখলেন যে, সে ছাগলের মাংস খেয়ে এর বাকী অংশ কূফার নদীতে ফেলে দেয়, তখন তিনি মাছের স্বাভাবিক সয়স সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন এবং তত বছর পর্যন্ত মাছ খাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। (আল খাইরাতুল হিসান, ৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর চিন্ত করুন! একদিকে তো ইমামে আযম সন্দেহ যুক্ত জিনিস খাওয়া থেকে বেঁচে থাকার মন মানষিকতা রাখতেন আর অন্যদিকে তার অনুসরনের দাবীদার যারা জেনে বুঝে মানুষের কাছে ঘুষ চায়, সূদীর ব্যবসা চালায়, অমানতের খিয়ানত করে, মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা হজম করে ফেলে, এছাড়া জানি না কত উপায়ে মানুষের সম্পদ আত্মশাৎ করে ফেলে। হায়! আমরা তার পদাঙ্ক সত্যিকার অনুসারী হয়ে যেতাম।

www.dawateislami.net

হায়! আমাদেরও তার মতো গুনাহ্ থেকে বেঁচে বেশি বেশি নেকী অর্জন করে নিজের আখিরাত সুন্দর করার মধ্যে সফল হয়ে যেতাম, আর দিনরাত **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত ও রিয়াজতের মধ্যে ব্যস্ত থাকতাম।

গোনাহ কি দলদল মে ফাঁছ গিয়া হো, গলে গলে তক মে ধছ গিয়া হো,
নিকালো মুঝ কো বরায়ে আদম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশীদেরও দয়া হতো:

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যপারে বর্ণিত আছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইবাদতের সময় **আল্লাহ্**র ভয়ে কাঁদতে থাকতেন এমনকি রাতে এই পরিমান আহাজারি করতেন যে, প্রতিবেশীদের ও তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপর দয়া হতো। হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইমামে আযমের রাতের মধ্যে অধিক ইবাদতের আলোচনা কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ত্রিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাত এক রাকাতের মধ্যে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করতেন বলা হয়েছে যে, যে জায়গায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওফাত হন, ঐ জায়গায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৭০০০বার কুরআনুল করীমের খতম করেছেন। হযরত সায়িদুনা আসাদ বিন আমর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশারের অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

হযরত সায়্যিদুনা যায়েদা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে ইশারের নামায আদায় করলাম নামাযের পর লোকেরা চলে গেলো আর আমি মসজীদে থেকে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমি মসজীদে অবস্থান করাটা জানতেন না আর তিনি কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন যখন তিনি ঐ আয়াতে করীমায় পৌঁছলেন:

www.dawateislami.net

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর **আল্লাহ্** আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে "লু" এর শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

(পারা- ২৭, সূরা- তুর, আয়াত- ২৭)

তখন ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত তা বারং বার তিলাওয়াত করেছেন।

(তারীখে বাগদাদ, ১৩তম খন্ড, ৩৫২-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

এমনি ভাবে একরাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজীদের মধ্যে কোন ক্বারীর কাছ থেকে এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করতে শুনেন: (اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যখন যমীনকে থর থর করে কাঁপানো হবে। যেভাবে সেটার কাঁপানো সাবস্ত হয়েছে। (পারা- ৩০, সূরা- যিলযাল, আয়াত- ১)) তখন কঠোর ভয়ে ফজর পর্যন্ত নিজ দাঁড়ী মোবারক হাতে ধরে এই কথাই বলে যাচ্ছেন যে, আমাদেরকে অনু পরিমাণ গুনাহের জন্যও শাস্তি দেওয়া হবে। (হিকায়াতি আউর নসীহতি, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

আতা হো খত্তফে খোদা খোদারা, দো উলফতে মুস্তফা খোদারা,
করো আমল সুন্নাতো পে হারদম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

আমাদের দিন এবং রাত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্**র ভয়ের কারনে কেঁদে কেঁদে সম্পূর্ণ রাত এক আয়াতে কারীমাই তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন। আর আখিরাতের চিন্তায় এমনি চিন্তিত হয়েছেন যে, রাত অতিবাহিত হওয়াটা অনুভবও হয় নি। অথচ আমাদের বিষয়টা হলো এরূপ যে, দিন তো **আল্লাহ্ তাআলা**র নাফরমানী ও অসন্তুষ্টি মূলক কাজে অতিবাহিত হয়। রাত ও গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বন্ধুদের সাথে সিনেমা নাটক দেখে নিজের চক্ষু কে হারাম দ্বারা ভরপুর করি বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আর রাত চিৎকার শোরগুলে মানুষের ঘুম নষ্ট করি। ইন্টারনেট ও মোবাইলের রাত্র প্যাকেজে অনর্থক এবং নির্লজ্জ পূর্ণ আলোচনায় সারারাত নষ্ট করি আমাদের মধ্যে প্রত্যেক নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন।

www.dawateislami.net

আমারা কি কখনো আমাদের বুযুর্গদের মতো সম্পূর্ণ রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি? আমাদের অন্তরের মধ্যে কি কুরআন তিলাওয়াতের ইচ্ছা জাগরিত? আমরা কি কখনো রাতের অন্ধকারে অন্ধকার কবরের চিত্র একেঁছি কবর ও হাশরের ভয়াবহতা কে স্মরণ করে **আল্লাহ্**র ভয়ে অশ্রুর একটি ফোটা ও কি প্রবাহিত করেছি? যদি উত্তর হয় না তহলে আসুন এইসব কাজ করার তাড়াতাড়ি নিয়্যত করে নিন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ফরজ সমূহের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নফল ইবাদত করার মন মানষিকতা ও তৈরী হবে এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজ কারার ভরপুর চেষ্টা করুন যদি আমরা মাদানী কাজ সমূহের আমল কারী হয়ে যায় তবে অন্যান্য বরকত পাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন তিলাওয়াতে কুরআনের অনুবাদ সহ ও তাফসীর বর্ণনা করার বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন হবে।

১২ মাদানী কাজ সমূহের মধ্যে প্রতিদিন এক মাদানী কাজ "ফজরের পর মাদানী হালকা"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে থেকে প্রতিদিনের এক মাদানী কাজ ফজরের পর মাদানী হালকা যেখানে প্রতিদিন কুরআনের তিন আয়াতের তিলাওয়াত অনবাদ সহ কানযুল ঈমান ও তাফসীর খাযাইনুল ইরফান বা তাফসীর নুরুল ইরফান বা তাফসীর সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাত থেকে চার পৃষ্ঠা দরস এবং শাজারায়ে কাদেরী রযবীয়া যিয়ায়িয়া আত্তারীয়া পাঠ করা হয়। এই সব কাজ সমূহে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য উপকার রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে: **উভয় জাহানের মালিক ও মোখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ কারন: "যে ব্যক্তি কুরআনে পাক শিখল এবং শিখালো আর যা কিছু কুরআনে পাকে রয়েছে এর উপর আমল করল কুরআন শরীফ তার শাফায়াত করবে।" (তারীখে দামেস্ক, লিইবনে আছাকির, ৪১তম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা) এরপর ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়া হয় যেখান থেকে ইলমে দ্বীনের ফয়যান ব্যাপক হয় অতঃপর শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া পড়া হয়। যেখানে **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক ও বুযুর্গ বান্দাদের যিকির হয় এইভাবে ছালেহীনদের যিকিরের বরকত অর্জনের সৌভাগ্য হয়।

www.dawateislami.net

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককারদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, নং ১০৭৫০) শেষে ইশরাক চাশতের নফলের পরে মাদানী হালকা শেষ হয়। মাদানী হালকার মধ্যে যে শাজারা শরীফ পড়া হয়। এর বরকতের কথা কি বলব। এটা প্রতিদিন পড়ার দ্বারা বিপদ দূর হয়ে যায়। মানষিক প্রশান্তি লাভ এবং রোগ সমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। আসুন উৎসাহের জন্য এক মাদানী বাহার শুনি:

শাজারা শরীফের বরকত:

এক ইসলামী ভাইয়েরা লিখার সারাংশ হলো যে, বিগত চার বছর যাবত আমি মাথা ব্যথার রোগে আক্রান্ত ছিলাম কোনভাবেই দূরিভূত হওয়ার নাম নেই অনেক চিকিৎসা করেছি। এর পরেও রোগ দূরিভূত হচ্ছে না এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই ভাবে হলো একদিন সৌভাগ্য ক্রমে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত ওযীফার সাথে সম্পৃক্ত সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারিয়্যা এর শাজারা শরীফ হাতে নিলাম এবং বরকত অর্জনের নিয়্যতে শাজারা শরীফ পড়তে লাগলাম, ঐ মুহুর্তে আমি অনুভব করলাম যে, এর বরকতে আমার মাথা ব্যথা কমে আসতে লাগল যেটা আমার জন্য আশ্চর্য্য জনক হওয়ার সাথে সাথে খুবই আনন্দের কথা হলো আমি পুনারায় দ্বিতীয়বার পড়তে শরু করলাম তখন ব্যথা আরো কমে গেলো। এটা দেখে না শুধু আমার ঈমান তাজা হয়ে গেলো বরং আমরা রোগের চিকিৎসাও হয়ে গেলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতিদিন শাজারা শরীফ পাঠ করি যেটার বরকতে আমার মাথা ব্যথা একেবারে দূর হয়ে গেল। কিন্তু যে দিন বাদ পড়ে যেতো পুনরায় ব্যথা ফিরে আসতো। এই জন্য আমি প্রতিদিন শাজারা শরীফ পড়ি জীবনে কখনো তা ত্যাগ না করার নিয়্যত করে নিয়েছি।

যেসব আশিকানে রাসূল আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ বা তালিব নয়। যদি তারাও শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারিয়া বরকত সমূহ থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হতে চায়, তবে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মধ্যে মুরীদ ও তালিব হয়ে যান তারাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সদকায় শাজারা শরীফের খুব খুব বরকত লাভ করবে।

www.dawateislami.net

আগর দরদে ছর হো কহি ক্যান্সার হো, দিলায়ে গা তুম কো শিফা মাদানী মাহল।
শিফায়ি মিলি গি বালায়ি টলেগি, ইয়াকিনান হে বরকাত ভরা মাদানী মাহল।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুসয়াব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার খলিফা মনছুর ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দশ হাজার দিরহাম দিতে চাইলো। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চিন্তা করলেন যে, যদি এই সম্পদ আমি ফিরিয়ে দিই, তবে খলিফার খারাপ লাগবে। আর এটা আমি আমার কাছে রাখাটাও অপছন্দ করছি। অবশেষে আমার সাথে পরামর্শ করলেন আমি বললাম: এই সম্পদ খলিফার দৃষ্টিতে অনেক বেশি যখন এটা দেওয়ার জন্য আপনাকে ডাকবে, তখন আপনি বলে দিবেন আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এটা আশা করিনি। অতঃপর যখন ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দশ হাজার দিরহাম দেওয়ায় জন্য ডাকা হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ বাক্যটিই বললেন। যখন মনছুরের কাছে এই খবর পৌছল যে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমনটি বলেছেন (তখন খলিফার এত বড় টাকার অংকটি সামান্য মনে করে প্রত্যাখান করে দেওয়ার কারণে ইমামে আযমকে দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি পাগল মনে করলো) সে ইমামে আযমকে ঐ পয়সাগুলো দেয়নি। (আল খাইরাতুল হিসান, আল ফসলুল খামেছ ওয়াল ইশরুনা, ৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পদ শালীদের থেকে সম্পদ অর্জনের ইচ্ছুক বা লোভী একেবারেই ছিলেন না তাই তো খলিফার পক্ষ থেকে তোহাফা হিসেবে প্রাপ্ত দিরহাম ফিরিয়ে দিলেন।

সম্পদ শালীদের থেকে দূরে থাকা উত্তম

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্পদ শালীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার উপদেশ দিয়ে বলেন।

www.dawateislami.net

প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকা নিরাপদ তাদের দাওয়াত খাওয়া এবং তাদের তোহফা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আখিরাতের জন্য কঠিনতর ক্ষতি রয়েছে তাদের দাওয়াত খাওয়া এবং তাদের তোহফা গ্রহণকারী তাদের চাটুকারিতাকারী এবং ইচ্ছায় অনচ্ছায় তাদের অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন। হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে যে কোন সম্পদ শালীর সম্পদের কারনে বিনয় প্রকাশ করল তার দ্বীনের অর্ধেক চলে গেলো। (কাশফুল খিকা, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৪২) আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: দুনিয়ার সম্পদের জন্য বিনয় প্রকাশ করা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য বিনয়ী করা নয়, এটা হারাম। (শায়লুল মুদ্দাআ লিআহসনিল বিযা, ৬৬ পৃষ্ঠা)

কিউ ফিরি শওক মে হাম মাল কে মারে মারে,
হাম তো ছরকার কে ঠুকরা পে ফালা করতে হে। (ওসায়িলে বখশিশ, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চাটুকারিতার তিরষ্কার

জানা গেলো, দুনিয়াদারের শরয়ী অনুমতী ছাড়া তার সম্পদের কারনে বিনয় প্রকাশ করা হারাম। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এই গুনাহ আজকাল খুব বেশি সম্পদ শালী লোক সাধারন লোকদের জন্য পরীক্ষা হয়ে থাকে কেননা সম্পদের অধিক্যতার কারনে তার একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। যদিও সে একটি ছোট বাদাম পর্যন্ত দেয় না। তারপরও নফসের প্রভাবে বিজয়ী হয়ে যখন তখন তার সাথে চাটুকারীতা স্বভাবের লোক উপস্থীত হয়। ছরকারে আ'লা হযরতের সম্মানীত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা নবী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাদীস শরীফে এসেছে। মুসলমান চাটুকারী হয় না এবং মিথ্যা প্রশংসা এর চেয়ে ও খারাপ। এক তো চাটুকারীতা, দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তির ক্ষতি সামনা সামনি প্রশংসাকে হাদীসের মধ্যে গর্দান কাটা বলেছেন এবং ইরশাদ করলেন: সামনা সামনি প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুড়ে মারা বিশেষ করে যার প্রশংসা করা হয়েছে সে যদি ফাসিক হয়। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যখন ফাসিকের প্রশংসা করা হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** গযব প্রদান করেন এবং **আল্লাহ্**র আরশ কেঁপে উঠে। (আহসনিল বিয়া লিআদিবিদ দোয়া, ২৭৯ পৃষ্ঠা। আদাবে তুয়াম, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ভাইয়ো হারদম বাঁচো তুমহুব্বে জা ও মাল ছে,
হার গাড়ি ছিকিচ রহো শয়তান কি ইছ চাল ছে।
মালদারো কি খো শামেদ মে হলোকত হে বড়ি,
তু গুনাহো মে পড়ে হা আয়ে গী শামত তেরী।
কান ধরকে ছুন না বর্ণনা তো হারিছ মাল ও যর,
কর কনায়াত ইখতিয়ার এ ভাই তাড়ি রিযিক পর।
দিলমে ইয়ে খাওয়াহিশ না রাখনা ছব করে মেরা আদব,
ডর কহি নারায হো যায়ে না তুঝছে তেরা রব।
কলব মে খওফে খোদা রাখ কর তু ছারি কাম কর,
কামিয়াবী হোগী তেরী اِنْ شَآءَالله হার ডগর।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ব্যবসার মধ্যে তাকওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ধন-সম্পদের ভালবাসা অনেক বড় বিপদ এটা অর্জনের জন্য মানুষ অন্যকে ও কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করে না। সাধারনত দেখা যায় যে ব্যবসায়িক বিষয়ে হালাল হারাম পার্থক্য না করে সম্পদ অর্জনের না জায়িয পদ্ধতি ব্যবসার করা হয়। এবং বাহ্যিকভাবে মুত্তাকী পূর্ণ্যবান ব্যক্তিরাও ব্যবসার মধ্যে হের-ফের, মিথ্যা এবং ধোকার মত গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখা য়ায়। কিন্তু উৎস্বর্গ হয়ে যান! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও তার সময় কালে অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু যেমনিভাবে অন্যান্য কার্যাবলীতে অতুলনীয় ছিলেন। তেমনিভাবে নিজ ব্যবসার মধ্যে ও তাকওয়া ও পরহেযগারীর ধারক ছিলেন।

সমস্ত লাভ সদকা করে দিলেন!

বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর গোলাম তার ব্যবসায়িক কাজে তার সাথে থাকত।

www.dawateislami.net

তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তার অনেক সম্পদ ঐ গোলামের কাছে রেখেছিলেন একবার ঐ গোলামের ব্যবসার মধ্যে ত্রিশ হাজার দিরহাম লাভ হয়েছিল। সে সমস্ত লাভ ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তার কাছে ব্যবসা সম্পর্কে জানতে চাইলে, সে বলতে লাগলো কথায় কথায় সে এমন একটি কারণ বর্ণনা করল। ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর বাস্তবতা অস্বীকার করলেন এবং তার رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এতে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি ঐ বিক্রয়ের লাভ সমস্ত লাভের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছ? সে বললো: জ্বী হ্যাঁ! তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সতর্কতার প্রতি দৃষ্টি রেখে পরিপূর্ণ তাকওয়ার প্রকাশ করে বললেন: এখন এ সমস্ত লাভ আমার জন্য উপযুক্ত নয়, তাকে আদেশ দিলেন। ফকীরদের ডেকে এ সমস্ত সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

(মানাকিবুল মাওয়াফিক, আলজুযউল আউয়াল, ২০২ পৃষ্ঠা)

“ব্যস টাকা সেটা যেখান থেকেই হোক” এর কল্পনা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন! ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে লাভের সমস্ত টাকা গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। যদি আমাদের ব্যবসার অধিক লাভ হয় তো খুশিতে ফেটে পড়ি। আমাদের এই কথার কোন পরওয়া হয় না যে, আসা এই সম্পদ জায়েয পদ্ধতিতে অর্জিত হয়েছে নাকি নাজায়েয পদ্ধতিতে? খুব বেশি এই বাক্য শুনতে পাওয়া যায়। টাকা আসতে হবে সেটা যেখান থেকেই হোক একটু চিন্তা তো করুন! আজ হারামের মাধ্যমে অর্জিত এই সম্পদ কিয়ামতের দিন বোঝা হয়ে যায় তখন কী করা যাবে? এই হারাম সম্পদের কারনে আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমরা কোথায় যাবো? যদি এই সম্পদের কারনে জাহান্নামে যাওয়াটা নির্ধারন হয়ে যায় তবে নিঃসন্দেহে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে এই জন্য এখনি সময় হালাল হারামের মাঝে পার্থক্য করুন। নিজের ব্যবসার মধ্যে শরয়ী পথ প্রদর্শনের জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর জন্য মাদানী চ্যানেলের সিলসিলা আহাকামে তিজারত অনেক সহযোগী এই সিলসিলাটি ও ধারাবাহিক ভাবে দেখার বরকতে আমরা বিশেষ করে ব্যবসার অনেক শরয়ী আহকাম সম্পর্কে উন্নতীর পাশাপাশি আখিরাতের সফরের প্রস্তুতির মাদানী চিন্তা ও সৌভাগ্য হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

অতিরিক্তমূল্য ফিরিয়ে দিতে সফর!

বর্ণিত রয়েছে; এক ব্যক্তি মূল্যবান কাপড় নেওয়ার জন্য মদীনা থেকে কূফায় আসল ঐ কাপড় শুধুমাত্র ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে ছিলো লোকেরা তাকে বললো: যখন তুমি তার গুদামে যাবে এবং সে তোমার ইচ্ছা অনুসারে তোমার সামনে কাপড় রাখবে তবে কোন রকম প্রশ্ন করা ছাড়াই কাপড় কিনে নিবে এবং মূল্য নির্ধারন করার সময় কোন আলোচনা করবে না। কেননা, আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো নিজেই সঠিক মূল্য বলে থাকে। ঐ ব্যক্তিটি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোকানে পৌঁছল। তখন তার এক ছাত্রের সাথে সাক্ষাত হলো ক্রেতা মনে করল ইনিই আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সে কাপড় চাইল আর ছাত্র কাপড় দেখাল সে দাম জিজ্ঞাসা করলো। তখন দোকানদার এক হাজার দিরহাম বলল। ঐ ব্যক্তি কোনরূপ চিন্তা না করে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন, আর কাপড় নিয়ে মদীনায় চলে গেলো। কিছু দিন পর হযরত ইমামে আযম ঐ কাপড়টি খুজছিলেন, তখন ছাত্র বললো: আমি তো এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ কাপড়টি বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি ছাত্রকে বললেন: তুমি লোকদেরকে ধোঁকা দাও আর মূল্য বেশি নাও। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে আগামীর জন্য ক্ষমা করলেন আর নিজে এক হাজার দিরহাম সাথে নিয়ে ঐ ব্যক্তির খুঁজে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে পৌঁছলেন। আর অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন এক ব্যক্তিকে মসজীদে ঐ কাপড়ের চাদর গায়ে পরিহিত অবস্থায় নামাযে ব্যস্ত দেখলেন, তিনিও নফল নামায শুরু করে দিলেন। যখন সে নামায থেকে অবসর হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কাছে গেলেন আর বললেন: এই কাপড় যেটা তুমি পড়ে আছো সেটা আমার।

www.dawateislami.net

সে বললো: এই কাপড় আপনার কি ভাবে হতে পারে? আমি তো নিজেই কুফার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দোকান থেকে কিনে নিয়েছি? বললেন: আপনি কি আবু হানিফাকে জানেন? সে বলল: কেন নয়। তিনি বললেন: আবু হানিফা আমি তুমি কি আমার কাছ থেকে কাপড় কিনেছো? সে বললো: না। তখন আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনলেন আর বললেন: তুমি আমার এই কাপড় আমাকে দিয়ে দাও আর এক হাজার দিরহাম তার সামনে রেখে দিলেন। সে বললো: আমি অনেক দিন যাবৎ এ কাপড় ব্যবহার করে আসছি। আমার জন্য জায়েয হবে না যে ব্যবহৃত কাপড় ফিরিয়ে দেবো, আর এক হাজার দিরহাম নিবো। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আচ্ছা যদি তুমি এটা না করতে পারো। আমার কাপড় আমাকে ফিরিয়ে দাও আর তোমার এক হাজার দিরহাম তুমি নিয়ে নাও। আর যা তুমি ব্যবহার করেছ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এরপরও ঐ ব্যক্তি কাপড় ফিরিয়ে দিতে রাজী হলো আর না এক হাজার দিরহাম নিতে। তখন ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৬০০ দিরহাম ফিরিয়ে দিলেন আর কাপড় ও তাকে দিয়ে দিলেন আর ক্ষমা করে কূফার পুনরায় ফিরে আসলেন। (আল মানাকিবুল মাওয়াফিক, আলজুযউল আউয়াল, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

হামারে আক্বা হামারে মাওলা ইমামে আযম আবু হানিফা,
হামারে মালজায়ে হামারে মাওয়া ইমামে আযম আবু হানিফা।
যামানা ভরনে যামানা ভরমে বহুত তাজাস্‌সুস কিয়া ও লেকিন,
মিলানা না কুয়ি ইমাম তুম ছা ইমামে আজম আবু হানিফা।

(দিওয়ানে ছালিক, ওসায়িলে নঈমীয়, ৩৫ পৃষ্ঠা)

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা ইমামে আযম হযরত সায়্যিদুনা নো'মান বিন ছাবিত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর তাকওয়া প্রসঙ্গে বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যেমনিভাবে জ্ঞান গুনে ইমামের যোগ্যতা রাখেন তেমনিভাবে ইবাদত, রিয়াজত, তাসাওফ, তাকাওয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেন।

- ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের উঁচু ঝলকের বরকতে এক বিধর্মী ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করা সৌভাগ্য অর্জন করল।

www.dawateislami.net

- ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এক আল্লাহর ওলীর কথায় ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং ইলমে দ্বীন শিখতে এমনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে তার অনেক বড় স্তর অর্জিত হয়।
- তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকওয়া পরহেযগারীর এক অমূল্য উদাহরন এটাও শুনলাম যে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৭ বছর যাবৎ ছাগলের মাংস এই কারনে খাননি যে কখনো যদি ঐ মাংস কূফার মধ্যে চুরী হওয়া ছাগলের মাংস হয়।
- তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কুরআনুল কারীমের কেমন পাগল ছিলেন, যে জায়গায় তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ওফাত হন ঐ জায়গায় তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৭ হাজার কুরআনুল কারীমের খতম করেন।
- তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই পরিমান ধন সম্পদ থেকে দূরে থাকতেন যে খলিফা মনছুর ১০ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।
- তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকওয়া পরহেযগারীর একটি ঘটনা এটাও শুনলাম যে। একবার তার চাকরের কোন কথায় সন্দেহ অনুভব হওয়ার কারনে ৩০ হাজার দিরহামের লাভ ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।
- তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কূফা থেকে মদীনায় দীর্ঘ সফর কারেন। মদীনা থেকে আগত গ্রাহককে ৬০০ দিরহাম ও ফিরিয়ে দেন এবং কাপড় ও তার কাছে দিয়ে দেন।
- **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে তার নেক বান্দাদের বিশেষ করে ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পদাঙ্ক অনস্বরণ করে চলে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াক প্রসঙ্গে কিছু মাদানী ফুল শুনি:

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ শুনি: ✱ মিস্ওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮) ✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পা করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পা করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

"সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পা করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পা করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net